ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 02. No. 01. August 2009

ওরাওঁ সমাজে নারীর অবস্থান: একটি পর্যালোচনা

রিপন কুমার সরকার*

Abstract: Like men women are and always have been agents to build up society and civilization. But they have not got the recognition of their contribution. In Bangladesh, indigenous women are relegated to subordinate position in their family and society due to existing patriarchal social structure. This paper is an attempt to evaluate the position of *Oraon* women in Bangladesh. It is obvious that patriarchal family structure and unequal power-relations contributed to creating women's subordination in the family and everywhere. It is also obvious that *Oraon* women are faced with severe discriminatory situation in the family, marriage system, job sector and distribution of property inheritance.

১.০. ভূমিকা

বেইজিং পণ্ডাস সম্মেলনের পর প্রায় দেড় দশক অতিবাহিত হয়েছে। ২০০৯ সাল শেষ হতে চলেছে; অথচ সারা বিশ্বেই নারীরা এখনও নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত। আর দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে এর হার পৃথিবীর অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করে। এদের মধ্যে অর্ধেকই নারী। বাংলাদেশে বিদ্যমান পুরুষতন্ত্রের কারণেই তারা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা।[১] পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো ও পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধঃস্তনতাই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীকে বৈষম্যের মুখে ঠেলে দিয়েছে।[২] গৃহকর্মে নারীর স্থান উর্ধ্বে ধারণা করা হলেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর কারণে বেশির ভাগ ওরাওঁ নারীদের

*গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১]K.M. Rabiul Karim, "Men's Arrack Drinking and Domestic Violence against Wemen in a Bangladesh Village," *International Quarterly of Community Health Education*: *A Journal of Policy and Applied Research*, vol. 25, no. 4, 2005–06, p. 367.

[২]Ibid, p. 369.

অবস্থান সুদৃঢ় নয়। পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে খুব অল্পসংখক ওরাওঁ নারী পরিবার প্রধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রংপুর এবং দিনাজপুরে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আদিবাসী সমাজে ৮৯% পরিবার পুরুষ-প্রধান এবং ১১% নারী-প্রধান।[৩] পুরুষ-প্রধান পরিবারে নারীরা চিরাচরিত নিয়মেই অবহেলিত ও নিপীড়িত।[৪] পরিবারের বাইরে পুরুষ সদস্যদের সাথে কাজে যোগদান করলেও পরিবারে তাদের শ্রমের বোঝা লাঘব হয় না। বিষয়টিকে খুবই স্বাভাবিক ও সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যেই নিহিত আছে লিঙ্গীয় নির্যাতনের উপাদান। তারা পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলেও গৃহকর্ম ও সন্তান প্রতিপালনের একক দায়িত্ব হতে মুক্তি পান না। বরং উভয়ক্ষেত্রেই যথার্থ ভূমিকা পালন করেও তাঁরা নায্য প্রাপ্তি পান না। সাঁওতাল নারীর হাতে তৈরী সুন্দর নক্শা একজন সাঁওতাল পুরুষকে মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন করে কিন্তু নারী শ্রমিকের শ্রম অর্থমূল্যে যাচাই হয়না বরং তা এক অনিঃশেষ প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য হয়ে যায়।[৫] গৃহ ও গৃহের বাইরে ওরাওঁ নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আর পরিবারকাঠামো পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় নির্যাতন ও সহিংসতা তাদের নিত্যসঙ্গী, কখনো দৈহিকভাবে কখনো মানসিকভাবে। যদিও তা সব সময় প্রকাশ পায় না। কেননা বাংলাদেশে গৃহাভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে, পথ চলায় নারীরা প্রায়শ যে নির্যাতন ও সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছেন তার অনেকটাই অপ্রকাশিত থেকে যায়।[৬]

তৃতীয় বিশ্বে নারীদের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষতন্ত্রই সমস্যা নয়; পুঁজিবাদ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীসহ নির্যাতনের অপরাপর শর্তসমূহ এর সঙ্গে জড়িত।[৭] বাংলাদেশে ওঁরাও জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। আর প্রায়শ সংখ্যালঘুরাই নির্যাতনের শিকার হয়। জাতিসংঘের "বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০" প্রতিবেদনে উলেণ্ডখ করা হয়েছে যে, পুরুষ সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। সংখ্যালঘু ওরাওঁ নারীরা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এই সংখ্যালঘু হতে পারে জাতিগতভাবে, ধর্মীয়ভাবে অথবা বর্ণগতভাবে। ধর্ম, জাতি এবং নারী হিসেবে রাষ্ট্রের প্রান্তিক অবস্থানে আছে বলে আদিবাসী নারীরা এই তিন মতাদর্শিক অবস্থান থেকেই নির্যাতিত হন।[৮] উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে এই ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। কৃষি নির্ভর জীবন-যাপন, আত্মমগ্ন এবং অবিকশিত মৌল জীবনবোধের শিকড় আঁকড়ে থাকার প্রবণতা প্রভৃতি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই জাতিগতভাবে বেড়ে উঠেছে ওরাওঁ নৃগোষ্ঠী। স্বাধীনচেতা এ ওরাওঁ নৃগোষ্ঠী এখনও জীবন-যাপন এবং শিল্প-সংস্কৃতির বিচারে স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পণ্ডিতদের মতে, বাংলাদেশের ওরাওঁরা

[৩]মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী : উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ১১১।

[৪]তদেব, পৃ. ১১১।

[৫]মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী*, পৃ. ১১২।

[৬]Roushan Jahan, *Hidden Danger: Women and Family Violence in Bangladesh* (Dhaka: Women for Women, 1994), p. 68.

[৭]মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী*, পৃ. ১১১।

[৮]তদেব, পৃ. ১১৩।

দ্রাবিড়িয়ান জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৯] উঁরাওদের আদিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন যে, দাক্ষিনাত্য থেকে তারা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ঐতিহ্য লক্ষ্য করেই এই মতের অবতারনা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ওরাওঁদের ঐতিহ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলের গুজরাট অথবা "কংকন"-এর অধিবাসীদের ঐতিহ্যের সমতুল্য। কিন্তু ডঃ গ্রীগনার্ড এবং রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় বলেন, উঁরাওদের আদিবাস দক্ষিণ ভারতের নর্দান নদীর উপকুলে "কর্ণাট প্রদেশে ছিল।"[১০] খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কালে ভারতের কর্ণাটক ছেড়ে জীবন-জীবিকা এবং নিরাপত্তার তাগিদে ওরাওঁরা ছোটনাগপুর ও রাঁচি এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। এরপর ভারতের বাইরে প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেন। বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁর পূর্বাঞ্চল, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।[১১] ওঁরাওদের বসবাস নওগাঁ জেলায় সবচেয়ে বেশী (পরিবার–৮২৮৯ টি, নারী–১৬১৯৯ জন, পুরুষ–১৫৬৩৫ জন, মোট– ৩১৮৩৪ জন)। আবার থানার দিক থেকে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, রংপুরেরর মিঠাপুকুর, নওগাঁর পত্নীতলা, নিয়ামতপুর ও পোরশার স্থান শীর্ষে।[১২]

ইদানিং এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোর তৎপরতায় আদিবাসী নারীদের নিয়ে কিছু সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এসব সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারীর অধঃস্তনতা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। পরিবারে নারীরা যেসব ক্ষেত্রে বঞ্চনা, ও নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন সেসব বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার সংখ্যা সীমিত। আদিবাসী নারী সম্পর্কিত আলোচনা বা পর্যালোচনা আরো দুর্লভ। এই বিশেষ দিক বিবেচনায় রেখে ওরাওঁ সমাজে নারীর অবস্থান জানার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ওরাওঁ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন– পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারনের ক্ষেত্রে, সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্যের মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বই, পুস্তক, জার্নাল প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২.০. ওরাওঁ সমাজে নারীর অবস্থান

পৃথিবীর সকল সমাজ এক রকম নয়, সমাজ বরং এখনো বহু ভাগে বিভক্ত। কেবল একটা জায়গায় গোটা বিশ্বের সমাজ এখনো অভিন্ন– সব সমাজ পুরুষশাসিত।[১৩] পেশী ও আয় করার ক্ষমতা দিয়ে নিজ নিজ পরিবারে এখনো পুরুষরা ক্ষমতাবান। বিষয়টিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সত্ত্বেও বিশ্ব মেনে নিয়েছে, এমন কি, সব ধর্মগ্রন্থও কমবেশি একে সমর্থন করেছে।[১৪] প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ধর্মগুরুদের ফতোয়া কাজে লাগিয়ে নারীদের হীনতা এবং অধীনতাকে জোরদার করা হয়েছে।[১৫] গৃহকর্মে নারী বিনা বেতনে গৃহস্থালীর সকল কার্য সম্পাদন করে, স্বামী ও সন্তানকে সেবা দেয় কিন্তু নারী কয়টি সন্তান ধারণ করবে, কখন ধারণ করবে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে কিনা প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোন নিজস্ব ভূমিকা নেই বললেই চলে–যদিও প্রজজনে নারীর অবদানই মুখ্য।[১৬] পাশাপাশি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের উপকরণের উপর নারীর অধিকার ও কর্তৃত্ব সীমিত, আবার এই সীমিত অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা নারীর নেই। নিম্নে ওরাওঁ সমাজে নারীর অবস্থান আলোকপাত করা হলো-

২.১. পরিবার ও সমাজে ওরাওঁ নারী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (২) ধারায় সকল পর্যায়ে লিঙ্গ ভিত্তিক সমতা বিধানের কথা উলেণ্টখ করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী, নারী–পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমঅধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হলেও পরিবারে নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় নিচে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার-প্রধান পুরুষ। কেননা আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবার-প্রধানের অবস্থান গুরুত্বসহকারে গণ্য করা হয়ে থাকে।[১৭] অনুরূপভাবে, পিতৃ-প্রধান পরিবার হওয়ায় ওরাওঁ সমাজে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধঃস্তন হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। পুরুষের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় ওঁরাও সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত নাজুক।[১৮] যদিও বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে সনাতন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবস্থার কারণে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ সুবিধা সীমিত হয়ে পড়েছে।[১৯] অধ্যাপক আয়েশা নোমান সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর জীবন চক্রের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মর্যাদাহীনতার কথা উলেণ্টখ করতে গিয়ে বলেন – জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারী জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বরং পুরুষের আজ্ঞাবহ, নির্ভরশীল, উপেক্ষিত অথচ অপরিহার্য সত্ত্বা হিসেবে বিবেচিত

[৯]আফসার আহমদ, "আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি," *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, কে. এম. মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৫৬১।

[১০]অরুণ খালখো, *উঁরাওদের আদি ইতিহাস* (বলদী পুকুর: রংপুর, ১৯৮৫), পৃ. ২০।

[১১]আফসার আহমদ, "আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি," *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৫৯।

[১২]মাযহারুল ইসলাম তরু, "ওঁরাও," *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, মেজবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২২৩।

[১৩]গোলাম মুরশিদ, *নারী ধর্ম ইত্যাদি* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৭।

[১৪]তদেব, পৃ. ১৭।

[১৫]তদেব, পৃ. ১৭।

[১৬]মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (ঢাকা: জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ১১।

[১৭]মোঃ সাদেকুল আরেফিন, ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী: ব্র্যাক কার্যক্রমের অবদান (ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৬), পৃ. ১০৮।

[১৮]Md. Abdur Rahman, "The Oraon Community in Bangladesh and Their Socio-Cultural Attainments : A study of Four Villeges," PhD Dessertation, Rajshahi University, 2004, p. 230.

[১৯]পরিকল্পনা কমিশন, *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)*, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮।

হন। পরিবারের পদক্রমিক কাঠামোই নারীর অধস্ড়নতার অন্যতম কারণ।[২০] ওরাওঁ সমাজ পিতৃ-প্রধান হওয়ায় বয়োজেষ্ঠ পুর"ষরাই পরিবার-প্রধান হিসেবে আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে থাকেন।[২১] কোনো পরিবারের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সক্ষম ও বয়স্ক পুর"ষের অনুপস্থিতিতেই কেবল নারী পরিবার প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করে থাকেন। কিন্তু এরূপ নারী-প্রধান পরিবারে পরিবার প্রধানের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না বললেই চলে।

২.২. শিক্ষা ও ওরাওঁ নারী

শিক্ষা নারীর একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং ধারা মতে, রাষ্ট্র নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

ক)একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্ড়র পর্যন্ড় সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[২২]

তবে বাস্ড়ব চিত্রটা সংবিধানের থেকে ভিন্ন। পাঠ্যসূচিতে বাঙালি বৈশিষ্ট্যের আধিপত্য থাকায় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়া কৃষির উপর নির্ভরতা, শিক্ষার প্রতি পরিবার প্রধানের অনীহা এবং রক্ষণশীল মনোভাব শিক্ষা ক্ষেত্রে ওরাওঁদের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী।[২৩] অথনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫ মতে, ৫বছর ও তদুর্দ্ধ বয়সী মেয়েদের সার্বিক স্বাক্ষরতার হার ৩৮.৩ শতাংশ যেখানে পুর"ষের স্বাক্ষরতার হার ৬৪.৪ শতাংশ। এছাড়া ৭ বছর ও তদুর্দ্ধ বয়সী এবং ১৫ বছর ও তদুর্দ্ধ বয়সী মেয়েদের সার্বিক স্বাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৪০.৮ ও ৪০.৮ শতাংশ যেখানে পুর"ষের স্বাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৪৯.৬ ও ৫৩.৯ শতাংশ।[২৪] ব্যবধান থাকলেও শিক্ষার উপরোক্ত সার্বিক চিত্রের সাথে বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের শিক্ষার হারের ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। শিক্ষাজরীপ ১৯৯৭ মতে, নওগাঁ জেলায় ওঁরাওদের শিক্ষার শতকরা হার মাত্র ৭%। এর ফলে ওরাওঁ নারীরা এখনো অন্ধকারেই রয়েছেন এবং সঙ্গত কারণেই এদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার-এর প্রভাব বেশি বলে মনে করা হয়।

২.৩. কর্মসংস্থান ও মজুরী এবং ওরাওঁ নারী

কর্মসংস্থান ও নায্য মজুরি নারী–পুর"ষ সকল নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

[২০]মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও জীবন* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৫৮।

[21]Md. Abdur Rahman,"The Oraon Community in Bangladesh." p. 84.

[২২]*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৪, পৃ. ১৫।

[২৩]মাযহার"ল ইসলাম তর", *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, পৃ. ২৩০।

[২৪]*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৫*, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০৫, পৃ. ১৬৮।

> ক) কর্ম হচ্ছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট থেকে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"– এই নীতির ভিত্তিতে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে।
>
> খ) রাষ্ট্র এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক – সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে।[২৫]

সংবিধানে উলেণ্ঢখ থাকলেও বাস্ড়ব চিত্রটা একটু ভিন্ন। ওরাওঁ সমাজে হালকর্ষণের কাজ সাধারণত পুর"ষদের হাতে ন্যস্ড়। কেননা, মনে করা হয় পশু চালনায় নারীরা পারদর্শী নয়। যদিও ওরাওঁদের জীবিকা হলো কৃষি এবং নারী-পুর"ষ একসাথে মাঠে কাজ করে থাকেন।[২৬] যা বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীতে পরিলক্ষিত হয় না। আদিবাসী নারীর প্রান্ড়িকতার ক্ষেত্রে নির্যাতনের অপরাপর সত্তাসমূহ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নারী সত্ত্বার সঙ্গে জাতিগত, ধর্মীয় ও শ্রেণী পরিচয় ক্রিয়াশীল থাকে মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে। কাজ করতে অনেক সময় গ্রামের বাইরে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। প্রায়শ এরা স্বামী-স্ত্রী একত্রে কাজের জন্য গ্রামান্ড়রে বা শহরে যান, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী একত্রে কাজ করার সুযোগ তেমন একটা পাওয়া যায় না। অনেকেই শুধু আদিবাসী মেয়েদের কাজ দিতে আগ্রহী হন।[২৭] যেমন– রাজ মিস্ত্রির যোগালী অথবা মাটি ফেলার কাজে মেয়েদের বেশি চাহিদা। এক্ষেত্রে অবশ্য আদিবাসী মেয়েদের পরিশ্রম হিসেবে সুনামের পাশাপাশি পরিশ্রমিক কম হওয়াটা মূলত বিবেচিত হয়। আর যদি তারা অতিরিক্ত কাজের জন্য বাড়তি অর্থ দাবি করে তাহলে প্রত্যুত্তর আসে 'কাল থেকে বাদ দিয়ে দেব'। অর্থাৎ তাদেরকে সব সময় অর্ধ:স্ড়র রাখার চেষ্টা চালানো হয় বলে মনে করা হয়। এভাবে আদিবাসী নারী শ্রম বাজারে সস্ড়া শ্রমিক হয়ে যায়।[২৮] প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা নারী-পুর"ষের মাঝে বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন তৈরী করেছে– যার প্রভাব থেকে আদিবাসী সমাজও মুক্ত নয়। এর ফলে গৃহ ও গৃহের বাইরে নারীর ভূমিকা সুনির্দিষ্ট হয়েছে। এ সম্পর্কে Edmund Campion তাঁর My Oraon Culture গ্রন্থে বলেছেন-

> Womenfolk are occupied in the domestic affairs, main occupation being coocking food, looking after the cleanliness of the house, caring for the babies, fetching fuel from the jungle and helping menfolk in the fields, manuring the fields, planting seeds, weeding, reaping paddy, thrashing, etc.[29]

[২৫]*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, পৃ. ১৫।

[২৬]অর"ণ খালখো, *উঁরাওদের আদি ইতিহাস*, পৃ. ২৪।

[২৭]মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী* , পৃ. ১১৩।

[২৮]তদেব, পৃ. ১১৪।

[29]Rev. Edmund Campion, *My Oraon Culture* (India: Ranchi Catholic Press, 1980), p. 62.

আমাদের দেশে প্রচলিত জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়। গৃহস্থালির কাজ প্রায় এককভাবে নারীরা সম্পন্ন করছেন। কিন্তু গৃহস্থালির এ কাজ অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্বীকৃত নয়।[৩০] অন্যদিকে, গৃহ-কর্মের পাশাপাশি ওরাওঁ নারীরা সরাসরি কৃষি কাজে শ্রম-বিনিয়োগ করে থাকেন। অনেকে বাড়ির আঙিনায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী সমাজের এসব কাজকে অর্থনৈতিক কাজ বলে গণ্য করা হয় না।

২.৪. বিবাহ প্রথা এবং ওরাওঁ নারী

মানব জীবনের অপরিহার্য ও বৈধ সামাজিক বন্ধন হলো বিবাহ। আদিবাসী সমাজের ধর্ম শাস্ত্রনিষ্ঠ নয়–তবে শাস্ত্রীয় ধর্মের মতো বিবাহ তাদের জীবনের ক্ষেত্রেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।[৩১] ওরাওঁ সমাজের কোনো নর-নারী চির কৌমার্য গ্রহণ করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।[৩২] ওরাওঁ সমাজের বিবাহ পদ্ধতির সবটাই লোকাচার নির্ভর। মুসলিম সমাজের মৌলভী বা হিন্দু সমাজের পুরোহিতের ন্যায় তাদের তৃতীয় ব্যক্তির আবশ্যিক ভূমিকা নেই বললেই চলে।[৩৩] উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ সমাজে দু ধরনের বিবাহহের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়; যেমন-চুক্তিবদ্ধ বিবাহ এবং প্রেমঘটিত বিবাহ।[৩৪] বিবাহ বিষয়ে ওরাওঁ সমাজে বেশকিছু সংস্কার প্রচলিত।[৩৫] যেমন-ওরাওঁ সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। খালকো গোত্রের ছেলের সঙ্গে খালকো গোত্রের মেয়ে; অথবা টপ্য গোত্রের মেয়ের সঙ্গে টপ্য গোত্রের ছেলের বিবাহ সমাজ কোনক্রমেই স্বীকৃতি দেয় না।[৩৬] একই গোত্রের সদস্যকে ওরাওঁরা একই বংশের সন্তান বলে মনে করেন।[৩৭] কোনো মেয়ে এ ধরনের কাজ করলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের মতামত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ সম্পর্কে Edmund Campion তাঁর My Oraon Culture গ্রন্থে বলেছেন-

> In the marriage engagement boys and girls have no voice. Nevertheless, the parents take great precaution against any haphazard matrimonial union.[38]

তবে ছেলে-মেয়ের মতামতকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় না; বিশেষ করে ছেলের অভিমত।[৩৯] সীমিত আকারে হলেও মেয়েদের মতামতের চেয়ে ছেলেদের মতামতের গুরুত্ব বেশী–যা নারীর নিম্ন অবস্থানকে নির্দেশ করে। বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের

[৩০]শাহীন রহমান, "জেন্ডার প্রসঙ্গ," স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮, পৃ. ৯০।
[৩১]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য: ওরাওঁ* (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৯), পৃ. ৫৪।
[৩২]তদেব, পৃ. ৫৪।
[৩৩] তদেব, পৃ. ৫৪।
[৩৪]তদেব, পৃ. ৫৪।
[৩৫]আফসার আহমদ, "আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি," *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৫৯।
[৩৬]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী*, পৃ. ৫৫।
[৩৭]মাযহারুল ইসলাম তরফ, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, পৃ. ২৩৪।
[38]Rev. Edmund Campion, *My Oraon Culture*, p. 40.
[৩৯]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী*, পৃ. ৫৫।

মতামত প্রাধান্য পেলেও ইদানিং পাত্র-পাত্রীর পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। তবে তা উল্লেখযোগ্য হারে নয়। Abdur Rahman পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, ওরাওঁ সমাজের মাত্র ১০ শতাংশ বিয়ে প্রেম-ঘটিত এবং ৯০ শতাংশ বিয়ে পারিবারিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৪০]

২.৫. বাল্য বিবাহ এবং ওরাওঁ নারী

বাংলাদেশে বিরাজমান সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বাল্য বিবাহ। বাল্য বিবাহ কোন সুষ্ঠু, সুন্দর বৈবাহিক জীবনের সূচনা করে না বরং দুটো জীবনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে।[৪১] ওরাওঁ সমাজে সাধারণত মেয়ের বয়স ১২ এবং ছেলের বয়স ১৮-২২ বছর হলে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৪২] বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, বিবাহের বয়স (মেয়েদের) নির্ধারণের দিকে লক্ষ্য করলে এটাকে বাল্য বিবাহ বলা যায়। অল্প বয়সে বিবাহের ফলে সংসার জীবনের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন না। অর্থাৎ পরিবার সম্পর্কে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সন্তানের মা হতে হয় একটি মেয়েকে। এ পরিস্থিতি নারীদেরকে নিজ পরিবারে নাজুক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয় এবং পরনির্ভরশীল করে তোলে।

২.৬. বিধবা বিবাহ এবং ওরাওঁ নারী

ওরাওঁ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। তবে সন্তানবতী কোনো বিধবাই সাধারণত দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।[৪৩] কারণ দ্বিতীয় বিবাহকে সমাজে ভাল চোখে দেখা হয় না। শুধুমাত্র নিঃসন্তান অথচ বয়সে খুবই কম তারাই দ্বিতীয় বিবাহে রাজী হয়ে থাকেন।[৪৪] ওরাওঁ সমাজে বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও নতুন বিবাহের অনুরূপ নিয়ম-কানুন মেনে চলা হয়।

২.৭. তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ওরাওঁ নারী

ওরাওঁ সমাজে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য; জৈবিক ক্ষেত্রে স্বামীর অক্ষমতা, অথবা অপর পুরুষের প্রতি স্ত্রীর আসক্তির কারণে তালাক অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।[৪৫] বিনা কারণে কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে পুরুষ ওরাওঁ সমাজে অতি ঘৃণিত হিসেবে বিবেচিত হন এবং তার সঙ্গে কেউই সহজে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হন না। সঙ্গত কারণে ওরাওঁ সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথার প্রচলন থাকলেও কদাচিত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

২.৮. পণ প্রথা এবং ওরাওঁ নারী

[40]Md. Abdur Rahman, "The Oraon Community in Bangladesh." p. 92.
[৪১]মো: আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও জীবন* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১১৮।
[৪২]মাযহারুল ইসলাম তরফ, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, পৃ. ২২৮।
[৪৩]মাযহারুল ইসলাম তরফ, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী* , পৃ. ২৩৫।
[৪৪]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী*, পৃ. ৬২।
[৪৫]তদেব, পৃ. ৬২।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। যদিও ওরাওঁ সমাজে এটি প্রকট আকার ধারণ করেনি। ওরাওঁ সমাজে সাধারণত পুর"ষরাই মেয়েকে পণ দিয়ে ঘরে তুলে আনেন।[৪৬] আদিকাল থেকেই আদিবাসী সমাজে কণে–পণ বিয়ের জন্য একটি অত্যাবশ্যক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনেক সময় পণের অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ না হওয়ায় ছেলেদের বিবাহে বিলম্ব ঘটতো; কোন কোন সময় পণ পরিশোধ করতে গিয়ে পাত্রপক্ষ নিঃস্ব হয়ে যেতো।[৪৭] পণ যে খুব বেশী ছিল তা নয়; সর্বনিম্ন পণ ছিল পঁচিশ টাকা; বর্তমানে তা একশ' এক টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। তবুও কৃষি নির্ভর দরিদ্র পরিবারের জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, আজকের দিনে পণের ক্ষেত্রে আর বাধা ধরা নিয়ম অনুসৃত হচ্ছে না। এমন কি শিক্ষিত এবং বিত্তবান পাত্রের পক্ষে ঘটছে উল্টো ঘটনা। বর্তমানে অনেকেই পাত্রকে রেডিও, টেলিভিশন, ঘড়ি, সাইকেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যৌতুক প্রদান করছেন।[৪৮] যার ফলশ্র"তিতে আদিবাসী সমাজে অহরহ নারীর প্রতি সহিংসতা সহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সংগঠিত হচ্ছে।

২.৯. সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ওরাওঁ নারী

আদিবাসী মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা পান না, তবে ভোগ দখল করতে পারেন। তবে আদিবাসী সমাজের নিয়ম অনুযায়ী, মেয়েরা তিনটি প্রয়োজনে জমি বিক্রি করতে পারেন; যেমন-চিকিৎসার দায়ে, মেয়ের বিবাহের দায়ে এবং বাবা মারা গেলে সৎকারের জন্য।[৪৯] তবে এজন্য নানাবিধ ঝামেলা পোহাতে হয়। পাশাপাশি পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীরা চরম বৈষমের শিকার হয়ে থাকেন। পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনে মেয়েদের উলেণ্ঢখযোগ্য কোনো অধিকার নেই বললেই চলে। এ সম্পর্কে Edmund Campion তাঁর My Oraon Culture গ্রন্থে বলেছেন-

> After the death of the father and the mother the elder brother is the sole possessor of the shares of his father. The general Oraon custom does not acknowledge a share in the family immoveable property. A daughter may get a share, if the parents are rich in moveable property such as money, ornaments, clothings and a milch cow.[50]

৩.০. চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ওরাওঁ নারী

ওরাওঁ নারীদের প্রসবকালে কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসককে তারা ডাকেন না। সাধারণত প্রসবের দায়িত্ব তাদের সমাজের ধাত্রী বা অভিজ্ঞ মেয়েরাই পালন করে থাকেন। কোন রমণী গর্ভবতী হলে তখন থেকেই তারা ধাত্রীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ধাত্রী মাঝে মাঝে গর্ভবতী রমণীকে খাদ্য, আসন-বসন, চলন-বলন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[৫১] প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার চেয়ে ধাত্রীকে তারা অত্যন্ড় বিশ্বস্ড় মনে করে

[৪৬]আফসার আহমদ, "আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি," *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৬১।

[৪৭]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী*, পৃ. ৫৫।

[৪৮]তদেব, পৃ. ৫৫।

[৪৯]মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী* , পৃ. ৬৬।

[50]Rev. Edmund Campion, *My Oraon Culture*, p. 82.

[৫১]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য*, পৃ. ১৭৬।

থাকেন। ধাত্রীর উপর তাদের আজন্ম বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাবই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি শরণাপন্ন না হওয়ার কারণ বলে মনে করা হয়।

৩.১. প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার ও ওরাওঁ নারী

সুলক্ষণা ও কুলক্ষণা রমণী বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস–সংস্কার ওরাওঁ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যে রমণীর পায়ের পাতা দেখতে খড়মের মতো, যে রমণী স্বামীর আগে অন্ন সেবন করেন, এবং যার দাঁত চির"নির মতো তাদেরকে কুলক্ষণা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ওরাওঁ সমাজে প্রত্যেক বিবাহিত রমণী তার স্বামীর গোষ্ঠীর লোকজনদের অত্যন্ড় সমীহ করেন। ওরাওঁ রমণীরা স্বামীর বড় ভাইকে দেবতাতুল্য সম্মান করেন এবং তার ছায়াও স্পর্শ করতে পারেন না।[৫২] যে রমণী পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করেন এবং বস্ত্র পরিধানের পর বার বার শরীরের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেন সেই শ্রেণীর রমণীরা সমাজে কুলটা হিসেবে চিহ্নিত হন।[৫৩] সুলক্ষণা ও কুলক্ষণা রমণী বিষয়ক এ ধরনের প্রচলিত বিশ্বাস–সংস্কার ওরাওঁ সমাজে নারীর নিম্ন মর্যাদার পরিচয় বহন করে। এছাড়া ওঁরাও সমাজে উল্কি আঁকার প্রচলন আছে। তারা বিশ্বাস পোষণ করেন যে, কোন নারী যদি উল্কি বিহীন অবস্থায় মারা যায় তবে তাকে দাহ করার আগে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার শরীরে উল্কি চিহ্ন একে দেয়া হয়। তবে মেয়েদের বাল্যকালেই উল্কি চিহ্নিত করা হয়। উলেণ্ঢখ্য ওঁরাও সমাজে পুর"ষদের জন্যও উল্কি আঁকার প্রচলন আছে।[৫৪]

৩.২. জন প্রতিনিধি হিসেবে ওরাওঁ নারী

অধঃস্ড়নতার কারণে আদিবাসী নারীরা যে শুধু তাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন মেনে নেন তা নয়; তারা প্রতিবাদও তারা করেন–নিজ অস্ড়িত্বের জন্য, অবস্থানের জন্য। ইদানিং হাজারো বাধা অতিক্রম করে আদিবাসী নারী সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন থেকে যে সকল আদিবাসী নারী নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে-রাজশাহীর রাজলক্ষী রানী ওরাওঁ, কিরণবালা ওরাওঁ এবং নবাবগঞ্জের ক্ষীরোদ মুনি ওরাওঁ-এর নাম উলেণ্ঢখযোগ্য। সংখ্যায় নগণ্য হলেও তারা নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য সকল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন।[৫৫]

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় ওরাওঁ সমাজে নারীরা প্রায়শই তাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে আমাদের দেশে গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট বিশেণ্ঢষণ করলে বলা যায়, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ওরাওঁ সমাজে নারীরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। যেমন–কৃষিতে তারা পুর"ষের পাশাপাশি স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মত তেমন কোন বিধি-নিষেধ (পর্দাপ্রথা) নেই।

৪.০. উপসংহার ও সুপারিশ

পরিবার পৃথিবীর প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারে দুর্বল অবস্থানের কারণে নারীরা অধঃস্ড়ন হিসেবে পরিগণিত হন। ফলশ্র"তিতে তারা প্রায়শই কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম

[৫২]অর"ণ খালখো, *উঁরাওদের আদি ইতিহাস*, পৃ. ২০।

[৫৩]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী*, পৃ. ১৭৯।

[৫৪]মাযহার"ল ইসলাম তর", *আদিবাসী জনগোষ্ঠী* , পৃ. ২২৬।

[৫৫]মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী*, পৃ. ১১৬।

হন না। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় ওরাওঁ সমাজও এ অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। যা সমগ্র নারী সমাজের যেমন মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতাকে পদদলিত করে তেমনি অধিকারও ক্ষুণ্ন করে। সমতা, উন্নয়ন, ও শান্ড়ি লক্ষ্যার্জনের পথে নারী-পুর"ষ বৈষম্য অন্যতম মানবিক প্রতিবন্ধকতা। সমাজে বিদ্যমান পুর"ষতন্ত্রের কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান পুর"ষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। এছাড়া নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ইতিবাচক নয় এবং নারীকে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে দেখা হয় না। উপরন্তু এই জনগোষ্ঠীর নারীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অন্ধবিশ্বাসী। কারণ হিসেবে শিক্ষার নিম্ন হারকে দায়ী করা যেতে পারে। এ কারণে তাঁরা পরিবারে প্রায়শই অধিকার বঞ্চিত। যেমন বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান অত্যন্ড় হতাশাব্যঞ্জক। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। নিম্নে এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সুপারিশ উলেণ্ডখ করা হলো:

প্রথমত, পিতৃতন্ত্রের এই বেড়াজাল হতে মুক্তির লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয় সমূহের একটি হলো নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই আদিবাসী নারী সমাজে যথাযথ মূল্যায়ণে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। কারণ মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম গুর"ত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন।[৫৬]

দ্বিতীয়ত, ওঁরাও সমাজের মানুষের মাঝে আধুনিক চিন্তা-ধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর অধঃস্ড়নতা আদিবাসী নারীর জন্য কোনো একক সমস্যা নয়, এটা বিশ্বশান্ড়ি ও উন্নয়নের পথেও অন্যতম সমস্যা। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ণ ও বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

চতুর্থত, নারী-পুর"ষের সমতা প্রতিষ্ঠায় মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। আর সে মানসিকতা আইন দিয়ে বদলানো যায় না। নারীরাও মানুষ, প্রাথমিকভাবে তাকে সেভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা, পাশাপাশি সমান স্থানের যোগ্য হওয়ার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করা করতে হবে। এজন্য আদিবাসী সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে নারীকে নেতিবাচক নয়– ইতিবাচক দৃষ্টিতে Role model হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

পঞ্চমত, আমাদের দেশে নারীর প্রতি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়া, পুর"ষতান্ত্রিক মনোভাব এবং ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যার কারণে নারীরা ঘরে-বাইরে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এজন্য ওঁরাও সমাজে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জে"ার-শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠত, ওঁরাও সমাজে স্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে অসচেতনতা, নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের ঔদাসীনতা, প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাস প্রভৃতি ওঁরাও নারীদের স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এজন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আধুনিক স্বাস্থ্যকর্মসূচির সাথে তাদেরকে অন্ড়র্ভূক্ত করতে হবে। এছাড়া নারীর প্রতি পুর"ষের নেতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন, নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং সমতা প্রতিষ্ঠায় সার্বজনীন পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনের পরিমার্জন এবং বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

---

[৫৬]মো: সাদেকুল আরেফিন,*ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী*, পৃ. ৭৯।